আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"সূরা কাহাফ খন্ড ১০"**

সূরা আল কাহাফ ১১০ টি আয়াত রয়েছে। এই সূরাটি মক্কায় অবর্তীণ হয়। ইহুদিদের পরামর্শে মক্কায় মোশরেকরা রাসূল (স:) কে তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন : (১) আসহাবে কাহাফের ঘটনাটা কি ? (২) মুসা ও খিজিরের ঘটনা বলুন। (৩) জুলকারনাইন সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন।

ইহুদি ও মোশরেকদের ধারণা ছিলো রাসূল (স:) এর উত্তর দিতে পারবেন না। তখনি আল্লাহ তায়ালা এ সূরার মাধ্যমে এ প্রশ্নের উত্তর রসূলকে জানিয়ে দেন। মোট ৬০ টি আয়াতে এই তিনটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। বাকি ৫০ টি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের আকিদা সংক্রান্ত বিষয়গুলো বর্ণনা করেছেন। সূরা কাহাফকে মোট ১০টি খন্ডে বিভক্ত করে বিষয়গুলো কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসারে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ।

সূরা কাহাফের ১০ম খন্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে: **"বাঁচার উপায় শিরকমুক্ত আমলে সালেহ। যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে অলি (বন্ধু) বানায় তাদের জন্য জাহান্নাম। সর্বনিকৃষ্ট আমলের অধিকারী করা ? মুমিনদের জন্য সুসংবাদ. আল্লাহর প্রশংসা লিখে শেষ করা যাবে না।"**

পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

১. কাফেররা কি ধারণা করে নিয়েছে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদের অলি (বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক, অভিভাবক) হিসেবে গ্রহণ করবে ?

কাফেররা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে ? আমি কাফেরদের অভ্যর্থনার জন্যে জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা কাহাফ ১৮:১০২)

২. আমরা কি তোমাদের সংবাদ দেবো; আমলের দিক থেকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ কারা ?

বলুনঃ আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত ?
(সূরা কাহাফ ১৮:১০৩)

৩. তারা হল সেসব লোক, যারা দুনিয়ার জীবনে নিজেদের প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করে ভ্রান্ত পথে।

তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে।
(সূরা কাহাফ ১৮:১০৪)

৪. এরাই তাদের প্রভুর আয়াত এবং তারা সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে অস্বীকার করে।

তারাই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কেয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোন গুরুত্ব স্থির করব না। (সূরা কাহাফ ১৮:১০৫)

৫. তাদের কুফরীর কারণে তারা প্রতিদান পাবে জাহান্নাম।

জাহান্নাম–এটাই তাদের প্রতিফল; কারণ, তারা কাফের হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে। (সূরা কাহাফ ১৮:১০৬)

৬. যারা ঈমান আনে এবং আমলে বলেঃ করে তাদের অতীতের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস।

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল ফেরদাউস। (সূরা কাহাফ ১৮:১০৭)

৭. চিরদিন তারা সেখানে থাকবে।

সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না। (সূরা কাহাফ ১৮:১০৮)

৮. হে নবী বলো: আমার প্রভুর কথা লিখে শেষ করা যাবে না। সব সমুদ্র ও আরো অনুরূপ সমুদ্র কালি হলেও।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ
كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

বলুনঃ আমার পালনকর্তার কথা, লেখার জন্যে যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা, শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও। (সূরা কাহাফ ১৮:১০৯)

৯. যে কেউ তার প্রভুর সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে, সে যেনো আমলে সালেহ করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।

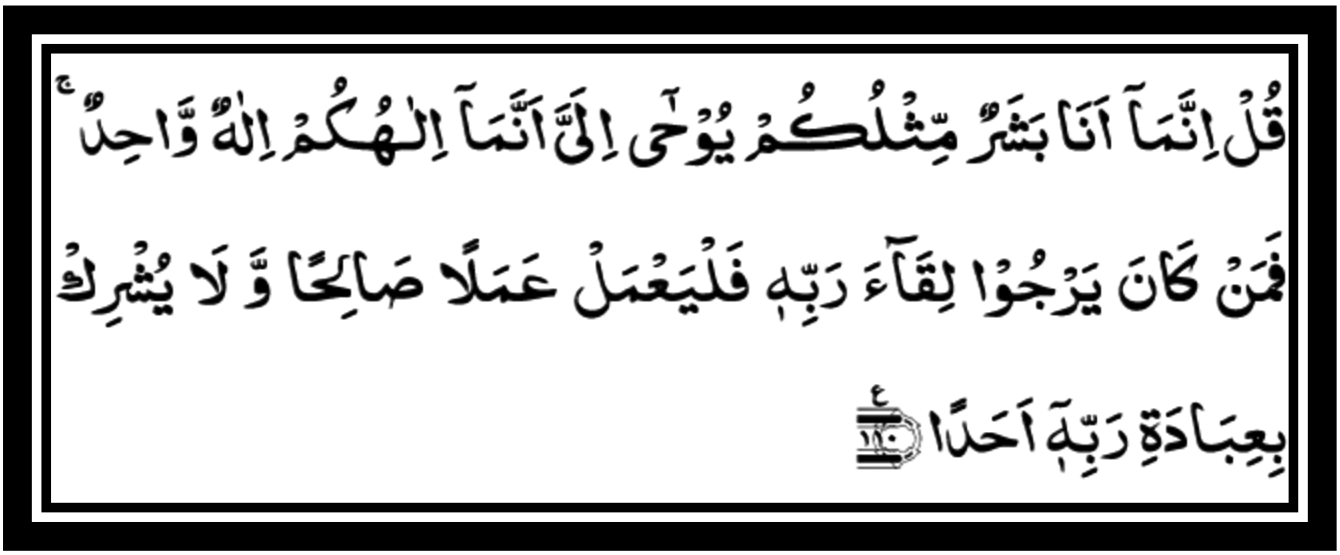
قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ﴿١١٠﴾

বলুনঃ আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে। (সূরা কাহাফ ১৮:১১০)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, জুমার দিন সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করলে অনেক সওয়াব হাসিল হয়। তবে বুঝে বুঝে আমলের উদ্দেশ্য নিয়ে তেলাওয়াত করলে অনেকগুন বেশি সওয়াব হবে। আমাদের উচিত কুরআন অধ্যায়ন করে শুধু রিডিং (reading) পড়া নয়।

আসুন, আমরা কুরআন বুঝার চেষ্টা করি। সূরা কাহাফ এর ১১০ টি আয়াত যদি বুঝে পড়তে এক দিনে (জুমার দিন) সম্ভব না হয়, তবে সপ্তাহব্যাপী প্রচেষ্টা করে অধ্যয়ন করলে এবং সে মোতাবেক আমলে সালেহ করলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন এবং আমাদের কৃত মন্দ কাজের পাপ মোচন করে ভালো কাজের অশেষ সওয়াব দান করবেন। হে আল্লাহ, কুরআন বুঝার জন্য আমাদের অন্তর খুলে দিন এবং কুরআন বুঝার প্রচেষ্টাতে বরকত দান করুন। এবং সে মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/